المملكة العربية
السعودية
وزارة التعليم العالي
الجامعة الإسلامية

الأصول الثلاثة
وأدلتها

تأليف / الإمام العلامة الشيخ

باللغة

البنغالية

المترجم / محمد إبراهيم بن عبد

সাউদী আরব
উচ্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়
ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় আল-মাদীনা
দ্বীনি গবেষণা ভবণ
অনুবাদ বিভাগ

তিনটি মৌলনীতি
ও তার প্রমাণ পঞ্জী

মূল ঃ শাইখ, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব
অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ ইব্রাহীম

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে শুরু করছি।

হে (পাঠক!) আল্লাহ্ তোমার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন!

অবহিত হও যে,

চারটি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্যঃ

(এক) বিদ্যাঃ এমন বিদ্যা যার সাহয্যে দলীল প্রমাণ সহ আল্লাহ, তাঁর নাবী এবং দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়।

(দুই) ঐ বিদ্যার বাস্তব রুপায়ণ।

(তিন) তার দিকে (মানুষকে) আহবান করা।

(চার) এই কর্তব্য পালনে সম্ভাব্য কষ্ট ও বিপদ-বিপর্যয়ে ধৈর্য ধারণ। উপরোক্ত কথার প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণীঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلاَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحاتِ وتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتواَصَوْا بِالصَّبْرِ.

অর্থঃ পরম করুণাময় আল্লাহর নামে।(সূরা আল-আসর্)

"আবহমান কালের সাক্ষ্য সকল মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজগুলি সম্পাদন করেছে, আর যারা পরস্পরকে সত্য-নিষ্ঠা ও ধৈর্য ধারণের নিরন্তর উপদেশ দিয়ে থাকে (শুধুমাত্র তারা ছাড়া)।"

উপরে বর্ণিত সূরা সম্পর্কে ইমাম শাফে'য়ী (রাহমাতুল্লাহ আলাইহি) এই অভিমত পেশ করেছেনঃ "যদি আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে এই সূরা ছাড়া অন্য কোন অকাট্য ও শাণিত যুক্তি অবতীর্ণ না করতেন, তাহলে এ সূরাই তাদের জন্য সব দিক দিয়ে যথেষ্ট হতো।"

ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলায়হি তার সংকলিত সহীহ বুখারীর একটি অধ্যায়ের শিরোমান দিয়েছেন: বিদ্যার স্থান হচ্ছে কথা ও কাজের পূর্বে।

এর সমর্থনে কুরআনের ঘোষণাঃ

"فَاعْلَمْ أَنَّهُ لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ"

আয়াতের অর্থঃ

"কাজেই জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনই ইলাহ নেই। আর (হে রাসূল) নিজের (এবং সকল মুসলিম নর-নারীর) ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহর নিকট মার্জনা ভিক্ষা কর।"(সূরা মুহাম্মাদঃ ১৯)

এখানে কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান ও বিদ্যার কথাই আল্লহ প্রথমে উল্লেখ করেছেন। জেনে

রাখো, আল্লাহ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ে জ্ঞানলাভ এবং সেই মতে কাজ করা অবশ্য কর্তব্য।

উক্ত তিনটি বিষয় এইঃ

এক ঃ আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, জীবিকা প্রদান করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে কোন দায়িত্ব না দিয়ে এমনিই ছেড়ে দেননি। (বরং হেদায়াতের জন্য) তিনি আমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন। যে ব্যক্তি তাঁর আদেশ পালন করবে তার বাসস্থান হবে জান্নাত এবং যে ব্যক্তি তাঁর আদেশ অমান্য করবে তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম্, এর সমর্থনে কুরআনের দলীল হচ্ছেঃ

إِنَّا أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رِسُوْلاً شَاهِداً علَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُوْلاً. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَّبِيْلاً.

আয়াতের অর্থঃ

"নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি একজন রাসূল প্রেরণ করেছি তোমাদের উপর সাক্ষী স্বরূপ, যেমন পাঠিয়েছিলাম একজন রাসূল ফেরআউনের প্রতি। কিন্তু ফেরআউন সেই রাসূলের বিরূদ্ধাচরণ করলো। ফলে তাকে পাকড়াও করলাম অত্যান্ত কঠোর ভাবে।"

(সূরা আল-মুয্যাম্মেলঃ ১৫-১৬)

দুইঃ বস্ত্তত ঃ ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রেও আল্লাহ কাউকেই তাঁর অংশীদার বা শরীক হিসেবে পছন্দ করেন না- চাই তিনি কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা হোন কিংবা কোন প্রেরিত রাসূলই হোন না কেন। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের দলীল এইঃ

وَأَنَّ الْمساجِدَ لِلهِ فَلاَ تَدْعُوْا مَعَ اللهِ أَحَداً.

আয়াতের অর্থঃ

"নিশ্চয়ই সিজদার স্থান সমূহ কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য, অতএব আল্লাহর সহিত অন্য কাউকে আহ্বান করো না।

(সূরা আল-জিনঃ১৮)

তিনঃ যারা নবীর আনুগত্য বরণ করেন এবং আল্লাহর অদ্বিতীয় সত্তাকে (কথায় ও কাজে) মেনে নেন, তাঁদের পক্ষে এমন লোকদের সংগে বন্ধুত্ব করা মোটেই বৈধ নয়, যারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরূদ্ধাচরণকারী। ঐ লোকেরা যদি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও হয়, তথাপিও নয়। এর সমর্থনে

কুরআনের প্রমাণ হচ্ছেঃ

لاَ تَجِدُ قَوْماً يُّؤْمِنُوْنَ بَاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَوْ كَانُوْا آبائَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ أُولئكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيْمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

أُولئكَ حِزْبُ اللهِ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

আয়াতের অর্থঃ

"আল্লাহ ও আখেরাতের উপরে বিশ্বাস স্থাপনকারী এমন কোন সম্প্রদায়কে আপনি পাবেন না। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদের সংগে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে। হোক না কেন তারা বিশ্বাসীদের পিতা, পুত্র বা ভ্রাতা কিংবা গোত্র গোষ্ঠী। আল্লাহ এদের হৃদয়ে ঈমানকে শক্তিশালী করে রেখেছেন এবং তাঁর পক্ষ হতে প্রেরিত (ফেরেশতা তথা) আত্মিক শক্তি দ্বারা তাদেরক সাহায্য করেছেন। এবং তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করে দেবেন যার নিম্নদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী, সেখানে তারা অবস্থান করবে চিরকাল। আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন তাদের উপর এবং তারাও সন্তুষ্ট আল্লাহর উপর। বস্তুতঃ এরাই হচ্ছে আল্লাহর সেনাদল। জেনে রাখো, আল্লাহর এই সেনাদলই হবে পরিণামে সফলকাম।" সূরা আল-মুজাদেলাহ্ঃ ২২)

জেনে রাখো- (আল্লাহ তাঁর আনুগত্য বরণ ও আদেশ পালনের জন্যে তোমাকে পথ প্রদর্শন করুন) নিশ্চয়ই একনিষ্ঠ আনুগত্যই হল মিল্লাতে ইবরাহীমের মূলকথা। উহা এই যে তুমি কেবলমাত্র আল্লাহর দাসত্ব বরণ করবে এবং কেবলমাত্র তাঁরই জন্য দ্বীনকে খালেস করবে। আর (মূলতঃ) আল্লাহ সমগ্র মানব জাতিকে এরই আদেশ দিয়েছেন এবং এ উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ.

আয়াতের অর্থঃ

"আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে কেবল এ জন্যই পয়দা করেছি যে, তারা একমাত্র আমারই ইবাদত করবে"।(সূরা আল যারীয়াতঃ ৫৬)

'তারা আমারই ইবাদত করবে'-এর অর্থ তারা আমাকে এক ও একক বলে জানবে। মূলকথা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ আদেশ হচ্ছে 'তাওহীদ'। এর অর্থ সর্বপ্রকারের আনুগত্য এককভাবে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করা। পক্ষান্তরে তাঁর প্রধানতম নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে শির্ক। তার অর্থ আল্লাহর সংগে অন্য কাউকে আহবান করা। পবিত্র কুরআন থেকে এর প্রমাণ হচ্ছেঃ

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا

আয়াতের অর্থঃ

"এবং তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে, আর অন্য কোন কিছুকেই তাঁর সংগে শরীক করবে না"।(সূরা আন নিসাঃ ৩৬)

الأصول الثلاثة
তিনটি মৌল নীতি

যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় সেই তিনটি মৌল নীতি কি যা প্রত্যেক মানূষেরই জানা অবশ্য কর্তব্য তুমি উত্তর দেবে যে, বিষয় তিনটি হলঃ

(১) প্রত্যেক মানুষকে তার প্রভু সম্পর্কে জানা, (২) তাঁর দ্বীন বা জীবন বিধান এবং (৩) তাঁর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জানা।

الأصل الأول
প্রথম মৌল নীতি

প্রভু সম্পর্কে জ্ঞানঃ যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "তোমার প্রভু কে?" তা হলে বলঃ সেই মহান আল্লাহ্ যিনি আমাকে ও অন্যান্য সকল সৃষ্টি জীবকে তাঁর বিশেষ নে'য়ামতসমূহ দ্বারা লালন পালন করেন। তিনি আমার একমাত্র প্রভূ, তিনি ব্যতীত আমার অন্য কোন মা'বুদ নেই। এর সমর্থনে পবিত্র কুরআনের প্রমাণ হচ্ছেঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعالَمِيْنَ

আয়াতের অর্থঃ

"যাবতীয় প্রশংসা কেবল আল্লাহরই জন্য যিনি বিশ্ব চরাচরের পালনকর্তা।" (সূরা আল- ফাতেহাঃ১)

আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই হচ্ছে তাঁর সৃষ্ট বস্তু এবং আমিও সেই সৃষ্ট জগতের একটি অংশ মাত্র। আর যখন তুমি জিজ্ঞাসিত হবে, "তুমি কিসের মাধ্যমে তোমার প্রভুকে চিনেছ?"

তখন তুমি উত্তর দেবে, তাঁর নিদর্শন সমূহ ও তাঁর সৃষ্টিরাজির মাধ্যমে (আমি আমার প্রভুকে চিনেছি)। তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে দিবা-রাত্রি, রবিশশী আর তাঁর সৃষ্ট বস্তু সমূহের মধ্যে রয়েছে সপ্ত আকাশ, সপ্ত যমীন এবং যা কিছু তাদের ভিতরে এবং যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যস্থলে রয়েছে।

কুরআন থেকে প্রমাণ

وَمِنْ آياتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّه الّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

আয়াতের অর্থঃ

"আর (দেখ) তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে রাত্রি ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সাজ্দাহ করবে না, চন্দ্রকেও নয়। বরং সাজ্দাহ করবে একমাত্র সেই আল্লাহকে যিনি

ঐ সবকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে ইচ্ছুক হও।"(সূরা আল-হা-মীম সাজ্‌দাহ্‌ঃ ৩৭)

আরও প্রমাণঃ

إِنَّ رَبَّكُمْ اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَوات وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّة أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَــرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِه أَلاَ لَــهُ الخَلْــقُ وَالْأَمْرُ تَبارَكَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِيْنَ.

আয়াতের অর্থঃ

"নিশ্চয় তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক হচ্ছেন সেই আল্লাহ যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর আরুঢ় হয়েছেন। তিনি রজনীর দ্বারা দিবসকে সমাচ্ছন্ন করেন, যে মতে তার ত্বরিৎ গতিতে একে অন্যের অনুসরণ করে চলে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজিকে স্বীয় নির্দেশের অনুগত রূপে (জেনে রাখো!) সৃষ্টি করার ও হুকুম প্রদানের মালিক মুখতার একমাত্র তিনিই। সর্বজগতের অধিস্বামী সেই আল্লাহ মহা পবিত্র।"(সূরা আল-আ'রাফঃ ৫৪)

তিনি আমাদের একমাত্র প্রভু, তিনিই আমাদের উপাস্য।

এ প্রসংগে কুরআনের ঘোষণাঃ

يآيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُــوْنَ. الَّــذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِراشاً وَّالسَّماءَ بِنَاءً وأنزلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمراَتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعلُوا لِلّه أندادً وَأنتُمْ تَعْلَمُون.

আয়াতের অর্থঃ

"হে মানব সমাজ! তোমরা দাসত্ব বরণ করবে (অর্থাৎ ইবাদত করে চলবে) সেই মহান প্রতিপালক-প্রভুর যিনি তোমাদেকে এবং তোমাদের পুর্ববর্তীদেরকেও সৃষ্টি করেছেন, তাহলে তোমরা সংযমশীল (ধর্মভীরু) হতে পারবে। যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে করেছেন শয্যা স্বরূপ, আস্‌মানকে ছাদ স্বরূপ। যিনি আকাশ হতে বৃষ্টি ধারা অবতীর্ণ করেন, অতপর এর দ্বারা উদ্গত করেন নানা প্রকার ফলশস্য তোমাদের উপ-জীবিকা হিসেবে। অতএব তোমরা কোন কিছুকেই আল্লাহর সমকক্ষ ও অংশীদার করোনা, অথচ তোমরা অবগত আছ।"(সূরা আল-বাকারাঃ ২১ ২২)

ইবনে কাসীর বলেছেন, "এ সমস্ত জিনিসের যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনিই ইবাদতের একমাত্র যোগ্য।"

ইবাদতের প্রকার সমূহ যা আল্লাহ তাআলা নির্দেশিত করেছেন তা হচ্ছেঃ

(ক) الإسلام(আল- ইসলাম)- আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সমর্পণ করা।

(খ) الإيمان (আল-ঈমান)- বিশ্বাস স্থাপন করা।

(গ) الاحسان (আল-ইহসান)- নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। দয়া-দাক্ষিণ্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন, উপকার সাধন করা।

(ঘ) الدعاء (আদ-দো'য়া) প্রার্থনা, আহবান।

(ঙ) الخوف (আল-খাওফ) ভয়-ভীতি।

(চ) الرجاء (আর-রাজা) আশা-আকাংখা।

(ছ) التوكل (আত্-তাওয়াক্কুল) নির্ভরশীলতা, ভরসা।

(জ) الرغبة (আর-রাগ্বাহ) অনুরাগ, আগ্রহ।

(ঝ) الرهبة (আর-রাহ্বাহ) ভয় ভীতি।

(ঞ) الخشوع (আল-খূশূ) বিনয়-নম্রতা।

(ট) الخشية (আল-খাশিয়াত) অমংলের আশংকা।

(ঠ) الإنابة (আল- ইনাবাহ) আল্লাহর অভিমুখী হওয়া, তাঁর দিকে ফিরে আসা।

(ড) الاستعانة (আল-ইস্তে'আনাত) সাহায্য প্রার্থনা করা।

(ঢ) الاستعاذة (আল-ইস্তে-আযা) আশ্রয় প্রার্থনা করা।

(ণ) الاستغاثة (আল-ইস্তেগাসাহ) নিরুপায় ব্যাক্তির বিপদ উদ্ধারের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা।

(ত) الذبح (আয্-যাবাহ) আত্মত্যাগ বা কুরাবানী করা।

(থ) النذر (আন্-নযর) মান্নত করা।

এগুলি এবং অন্যান্য যে পদ্ধতি সমূহের আদেশ ও নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন সবকিছুই তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে, কেবলমাত্র তাঁর নিকটেই চাইতে হবে, অন্যের কাছে নয়। এর প্রমাণ হিসেবে কুরআনের ঘোষণাঃ

وأَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً.

আয়াতের অর্থঃ

"আর সিজদার স্থানসমূহ একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। অতএব আল্লাহর সংগে কাউকেই আহবান করবে না।"(সূরা আল-জিনঃ ১৮)

ফলতঃ কেউ যদি উপরোক্ত বিষয়ের কোন একটি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো জন্য সম্পাদন করে তবে সে মুশরিক ও কাফের রূপে পরিগণিত হবে।

এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদ হতে প্রমাণঃ

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إلهاً آخرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فإنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إنَّـهُ لَـا يُفْلِـحُ

الْكَفِرُوْنَ.

আয়াতের অর্থঃ

"যে ব্যক্তি এক আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহবান করে, তার নিকট তার সমর্থনে কোনই যুক্তি প্রামাণ নেই তার হিসেব-নিকেশহবে তার প্রভুর কাছে, নিশ্চয়ই কাফের ও অবিশ্বাসী লোকেরা কখনই সফলকাম হতে পারবে না।" (সূরা মূ'মেনুনঃ ১১৭)

হাদীস হতে প্রমাণঃ

الدعاء مخ العبادة

দো'য়া বা প্রার্থনা হচ্ছে উবাদতের সারাংশ। এর সমর্থনে কুরআন হতে প্রমাণঃ-

وقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَـادَتِي سَـيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ.

আয়াতের অর্থঃ

"আর তোমাদের প্রভু বলেনঃ তোমরা সকলে আমাকেই একক ভাবে ডাকবে, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব, যারা অহমিকার বশে আমার বন্দেগী করা অস্বীকার করে, তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে অতিশয় ঘৃণিত অবস্তায়।"(সূরা মূ'মেনঃ ৬০)

ভয়ঃ- এ প্রসংগে কুরআনের ঘোষণাঃ

فَلاَ تَخافُوهُمْ وَخَافُوْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤمِنِيْنَ.

আয়াতের অর্থঃ

"অতঃপর তোমরা তাদের ভয় করবে না। বরং আমাকেই ভয় করে চলবে, যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন বা বিশ্বাসী হয়ে থাক। (সূরা আলে ইমরানঃ১৭৫)

আশাঃ- এর দলীল হিসেবে কুরআনের ঘোষণাঃ

فَمَنْ كانَ يَرْجُوْا لِقاءَ رَبِّهَ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ولاَ يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أحَداً.

আয়াতের অর্থঃ

"অতএব যে ব্যক্তি প্রভুর সাক্ষাৎ লাভের আশা-আকাঙ্খা পোষণ করে, সে যেন সৎ কর্মগুলো নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করতে থাকে। আর নিজ প্রভুর ইবাদতে অপর কাউকে শরীক না করে।"(সূরা কাহাফঃ ১১০)

নির্ভরশীলতাঃ এ বিষয়ে কুরআনের ঘোষণাঃ

وَعَلَى اللهِ فَتوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُؤمِنينَ.

আয়াতের অর্থঃ

"আর তোমরা একমাত্র আল্লাহর উপরেই নির্ভর করবে, যদি তোমরা প্রকৃত পক্ষে মু'মিন হও।"(সূরা মায়েদাহ্ ঃ ২৩)

আল্লাহ আরও বলেছেনঃ

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.

আয়াতের অর্থঃ

"আর যে ব্যক্তি সকল অবস্থায় একমাত্র আল্লাহর উপরই নির্ভরশীল হয়, তার জন্য তিনিই (আল্লাহ)যথেষ্ট।"(সূরা তালাকঃ ৩)

আগ্রহ ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও বিনয়ঃ এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ঘোষণাঃ

إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ و يَدْعُوْنَنا رَغَباً وَّرَهَبا وَكَانُوا خَاشِعِيْنَ.

আয়াতের অর্থঃ

"নিশ্চয়ই এরা সৎকর্মে ত্বরিত ও সদা তৎপর ছিল। আর ভক্তি ও ভয় সহকারে আমাকে আহবান করতো এবং আমার প্রতি এরা বিনয়-নম্র।"(সূরা আম্বিয়াঃ ৯০)

অমংগলের আশংকাঃ এ ব্যাপারে কুরআন থেকে প্রমাণঃ

فلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتَّمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ.

আয়াতের অর্থঃ

"কদাচ তাদের ভয় করোনা, একমাত্র আমাকেই ভয় করে চল। যাতে করে তোমাদের প্রতি আমার নে'য়ামত সর্বতোভাবে পূর্ণ করে দিতে পারি, ফলে তোমরা (লক্ষ্যে পৌঁছার) পথ প্রাপ্ত হতে পারবে।"(সূরা আল- বাকারাঃ ১৫০)

নৈকট্যলাভের কামনা এবং কৃত পাপের জন্যে অনুশোচনাঃ

এ প্রসংগে পবিত্র কুরআনের ঘোষণাঃ

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ إِنْ يَأْتِيَكُمُ الْعذابُ ثُمَّ لاَ تُنْصرُونَ.

আয়াতের অর্থঃ

"আর তোমরা সকলে স্বীয় প্রভূর পানে ফিরে এস এবং তোমাদের উপর আযাব সমাগত হবার পূর্বেই তাঁর নিকট সর্বতোভাবে আত্ম সমর্পণ কর, কেননা (আযাব আসার) পর তোমরা আর সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।"(সূরা আলু যুমারঃ ৫৪)

সাহায্য প্রার্থনা সম্পর্কে প্রমাণঃ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِيْنُ.

আয়াতের অর্থঃ

"(হে আমাদের প্রভু), আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি আর একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি" (সূরা আল-ফাতেহাঃ ৪)

আর হাদীস শরীফে এসেছেঃ

إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ.

হাদীসের অর্থঃ

"যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখন একমাত্র আল্লাহর নিকটেই তা (বিনম্র ভাবে) চাইবে।"(আহমদ ও তিরমিযী)

আশ্রয় কামানা প্রসংগে কুরআনের ঘোষণাঃ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ.

আয়াতের অর্থঃ

"বল, আমি বিশ্বমানবের প্রভু প্রতিপালক ও মানব মন্ডলীর অধিপতির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"(সূরা আন-নাসঃ ১,২)

বিপন্ন ব্যক্তির আশ্রয় কামনাঃ এ প্রসংগে কুরআনের ঘোষণাঃ-

إِذْ تَسْتَغِيْثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ

আয়াতের অর্থঃ

"আরও (স্মরণ কর) যখন তোমরা (বিপন্ন অবস্থায়) তোমাদের প্রভু পরোয়ারদিগারের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছিলে তখন তিনিই তোমাদের আবেদনে সাড়া দিলেন (উহা কবুল করলেন)। (সূরা আনফালঃ ৯)

আত্মত্যাগ ও কুরবানীঃ এই বিষয়ে পবিত্র কুরআনের ঘোষণাঃ-

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِـذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ.

আয়াতের অর্থঃ

("হে রাসূল) বলে দাওঃ আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ উৎসর্গকৃত বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই। তাঁর কোনই শরীক নেই, এবং আমি এ জন্য আদিষ্ট্ আর আমিই হচ্ছি মুসলিমদের অগ্রণী। (সূরা আল-আন'আমঃ ১৬২-১৬৩)

হাদীস শরীফে এর প্রমাণঃ

لَعَنَ اللهُ مَن ذَبَحَ لِغَيرِ اللهِ.

"আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা অপরের নামে বলিদান করে আল্লাহ তাদের অভিশাপ দেন।"ঃ

মান্নতঃ পবিত্র কুরআনে এর প্রমাণঃ

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْراً.

আয়াতের অর্থঃ

"তারা অংগীকার পূরণ করে আর সেদিনকে (কিয়ামত দিবসকে) ভয় করে চলে, যেদিনের বিপদ-আপদ হবে সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী।"(সূরা আদ-দাহারঃ ৭)

الأصل الثاني
দ্বিতীয় মৌল নীতি

প্রমানপঞ্জীসহ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে পরিচয় ও জ্ঞান লাভ। আর তা হচ্ছেঃ এক অদ্বিতীয় আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ এবং অকুণ্ঠ নিষ্ঠার সংগে তাঁর আনুগত্য বরণঃ আর সেই সংগে শির্কের কলূষ-কালিমা হতে মুক্ত ও বিশুদ্ধ থাকা। উহার তিনটি পর্যায় রয়েছেঃ

(ক) ইসলাম, (খ) ঈমান ও (গ) ইহসান।

المرتبة الأولى
প্রথম পর্যায়ঃ ইসলাম

ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটিঃ-

১) 'আল্লাহ ব্যতীত নেই কোন মা'বুদ এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল'- একথার সাক্ষ্য প্রদান করা।

২) নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

৩) যাকাত সঠিকভাবে প্রদান করা।

৪) রামাযান মাসে রোযাব্রত পালন করা।

৫) আল্লাহর ঘর যিয়ারত (হজ্জ) করা।

তাওহীদ সম্পর্কিত সাক্ষ্যদানের দলীল প্রমাণঃ

কুরআন হতেঃ

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَــهَ إِلاَّ هُــوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

আয়াতের অর্থঃ

"আল্লাহ ঘোষণা করেন, যে একমাত্র তিনি ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। আর ফিরিশতাবৃন্দ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ ঘোষণা করেন যে, মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই।।"(সূরা আলে-ইমরানঃ১৮)

এর তাৎপর্যঃ- প্রকৃতপক্ষে তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। এর দু'টি দিক রয়েছেঃ একটি নেতিবাচক, অপরটি ইতিবাচক। ইকবাচক দিকটি এই যে, সেই একক প্রভু ছাড়া কোনই মা'বুদ নেই এর দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছুর ইবাদত করা সম্পূর্ণরূপে নাকচ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ইতিবাচক, এর দ্বারা ইবাদত দৃঢ়তার সংগে একমাত্র আল্লাহ'র জন্যই সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাঁর রাজত্বে যেমন কোন অংশীদার নেই, তেমনি তাঁর ইবাদত ক্ষেত্রেও কোন অংর্শদার থাকতে পারে না। পবিত্র কুরআন হতে এর জলন্ত প্রমাণ ও ব্যাখ্যা

নিম্নরূপঃ

وإذْ قَالَ إِبْراهِيْمُ لِأبِيْهِ وقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ إِلاَّ الَّذِيْ فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِيْنَ.
وَجَعَلَها كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ.

আয়াতের অর্থঃ

"এবং যখন ইব্‌রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) নিজ পিতা ও নিজ সমপ্রদায়কে বলেনঃ তোমরা যে সব মূর্তির পূজা অর্চনা করছঃ আমি তা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত আমি তাঁরই ইবাদত করি যিনি আমাকে পয়দা করেছেন আর তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন এবং ইবরাহীম এক চিরন্তন কলেমারূপে রেখে গেছেন তাঁর পরবর্তীদের জন্যে, যাতে তারা সেই বাণীর পানে ফিরে যেতে পারে।(সূরা আয্-যুখরুফঃ ২৬ ২৮)

قُلْ يَأهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُوْنِ اللهِ. فإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

আয়াতের অর্থঃ

"বল হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন এক বানীর প্রতি আস যা আমাদের ও তোমাদের সমনীতি সরূপ। আমরা সকলে কদনুসারে অংগীকার করি যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবো না, আমরা কোন কিছুই তাঁর শরীক করব না। আর আমরা একে অপরকে আল্লাহ ছাড়া কস্মিনকালে প্রভু বলে গ্রহন করব না, কিন্তু তারা যদি এতে পরাম্মুখ হয়, তাহলে তোমরা (আহলে কিতাবদের) বলে দাও,- জেনে রাখো, আমরা হচ্ছি আল্লাহতে আত্মসমর্পিত মুসলিম ।"(সূরা আলে-ইমরানঃ৬৪)

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে আল্লাহর একজন (প্রেরিত) রাসূল তাঁর সাক্ষ্যদান সম্পর্কে কুরআন হতে অকাট্য প্রমাণঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

আয়াতের অর্থঃ

"নিশ্চয় তোমাদের সমীপে সমাগত হয়েছেন তোমদেরই মধ্যহতে একজন রাসূল যাঁর পক্ষে দূর্বহ ও অসহনীয় হয়ে থাকে তোমাদের দুঃখকষ্টগুলি, যিনি তোমাদের জন্য সদা আগ্রহী ও উৎসুক। মু'মিনদের প্রতি যিনি চীর স্নেহশীল ও সদা করুণাপরায়ণ।"(সূরা আত্-তাওবাঃ১২৮)

মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এ কথার তাৎপর্য এই যে তিনি যা আদেশ করেন তা অনূসরণ করা, তিনি যে বিষয়ে সংবাদ প্রদান করেন তা সত্য বলে স্বীকার করা, আর যা নিষেধ করেন তা বর্জন করা এবং তাঁর আদেশ অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করা।

আল্লাহর একত্ববাদ, নামায ও যাকাত সম্পর্কে ব্যাখ্যাঃ

এ সম্পর্কে কুরআনের জ্বলন্ত প্রমাণ ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপেঃ-

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُو الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَـــواةَ وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ.

আয়াতের অর্থঃ

"এবং তাদের তো কেবল এ আদেশই দেওয়া হয়েছিল যে, তারা একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহর ইবাদত করে দ্বীন ইসলামকে খালেস করে নিবে কেবল আল্লাহর জন্য। আর নামায প্রতিষ্ঠিত করবে, যাকাত প্রদান করতে থাকবে। বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে সুদৃঢ় ধর্ম।"(সূরা আল-বাইয়্যেনাহঃ ৫)

রোযাব্রত সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণাঃ

يآيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الذين من قبلكم لعلكـــم تتقون.

আয়াতের অর্থঃ

"হে মুমিনগণ, সিয়াম সাধনা তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যেমনভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা সংযমশীল হয়ে থাকতে পার।"(সূরা আল-বাকারাঃ১৮৩)

হজ্জের প্রমাণ সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণাঃ

ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غـــني عـــن العالمين.

আয়াতের অর্থঃ

"এবং হজ্বের উদ্দেশ্যে সফরের সামর্থ রাখে যে ব্যক্তি তার জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে কা'বাগৃহের হজ্ব করা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি এ আদেশ অমান্য করে তা হলে (যেনে রেখ) আল্লাহ (শুধু সে কেন বরং) সমস্ত বিশ্বজগত হতেই বেনিয়ায বা অমুখাপেক্ষী।"(সূরা আলে-ইমরানঃ৯৭)

المرتبة الثانية

দ্বিতীয় পর্যায় (ঈমান)

ঈমানের শাখা প্রশাখা সত্তরেরও অধিক। এর মধ্যে সর্বোচ্চ হচ্ছেঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মুখে উচ্চারণ করা। আর সর্বনিম্ন হচ্ছে পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূরে সরিয়ে দেয়া, আর লজজা শীলতা হচ্ছে ঈমানের শাখা সমূহের মধ্যে একটি শাখা।

أركانه ستة

ঈমানের রূকুন ছয়টি

যথাঃ (১) আল্লাহ। (২) ফিরিশতাকুল। (৩) আসমানী কিতাব সমূহ। (৪) রাসূলগণ। (৫) কিয়ামত দিবস ও (৬) তকদীর বা ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা।

এর সমর্থনে কুরআনের দলীলঃ

ليس البرّ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله واليـــوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وأتى المال علىحبه ذوى القربى واليتمى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأتىالزكاة والموفـــون بعهـــدهم إذا عهـــدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين والبأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.

আয়াতের অর্থঃ

"তোমরা পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে এতে কোনই পূণ্য ও কল্যাণ নেই। বরং পূণ্যের অধিকারী হচ্ছে সেই **ব্যক্তি** যে আল্লাহ, কিয়ামত, ফিরিশতাকুল,কিতাবসমূহ ও নবীকুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, আর যে ব্যক্তি অর্থের প্রতি আসকিত থাকা সত্বেও আত্বীয় স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের, সাওয়ালকারী ভিক্ষুকদের এবং দাস-দাসীদেরকে র্অথদান করে, এবং যে ব্যক্তি নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত প্রদান করে এবং অংগীকার করলে তা পূর্ণ করে থাকে। অর্থ সংকটে, দূঃখ-দারিদ্রে ও রণবিভীষিকায় অবিচলিত থাকে এরাই হচ্ছে সেই সমস্ত লোক যারা সত্যপরায়ন, আর এরাই হচ্ছে ধর্মভীরু পরহেযগার।"(সূরা আল-বাকারাহ্ঃ ১৭৭)

তকদীর সমপর্কে কুরআনের ঘোষণাঃ

إنا كل شيء خلقنه بقدر

আয়াতের অর্থঃ

"নিশ্চয় আমি প্রতিটি জিনিসের তাকদীর নির্ধারণ করে সৃষ্টি করেছি।"(সূরা আল-কামারঃ ৪৯)

المرتبة الثالثة

তৃতীয় পর্যায় ইহসান

ইহসান-এর স্তম্ভ মাত্র একটি, সেটা হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত করার সময় তুমি যেন তাকে দেখতে পাচ্ছ (এটা মনে করা) আর যদি তুমি দেখতে না পার তবে এ কথা মনে করে নিতে হবে যে, নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখছেন।

এর সমর্থনে কুরআনের ঘোষণা নিম্নরূপঃ

إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.

আয়াতের অর্থঃ

"যারা সংযমশীল ও সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহ তাদের সংগে রয়েছেন।"(সূরা আন্-নাহরঃ ১২৮)

আল্লাহ্ পাক আরও বলেছেনঃ

وتوكل على العزيز الرحيم. الذين يراك حين تقوم. وتقلبك في الساجدين. إنه هو السميع العليم.

আয়াতের অর্থঃ

"আর ভরসা কর সেই পরাক্রান্ত ও কৃপানিধানের উপর যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি নামাযে দাঁড়াও আর যখন তুমি নামায আদায়কারীদের সংগে উঠাবসা কর। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।" (সূরা আশ্-শু'আরাঃ ২১৭ ২২০)

আল্লাহ পাক আরও বলেনঃ

وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا علـــيكم شهوداً إذ تفيضون فيه

আয়াতের অর্থঃ

"এবং তুমি (হে রাসূল) যে কোন পরিস্থিতির মধ্যে অবস্থান করনা কেন, আর তৎসম্পর্কে কুরআন হতে যা কিছু আবৃত্তি করনা কেন এবং তোমরা (হে জনগণ!) যে কোন কর্ম সম্পাদন করানা কেন আমি সেই সমস্তের পূর্ণ পর্যবেক্ষক হয়ে থাকি যখন তোমরা উহাতে প্রবৃত্ত হও।"(সূরা আল-ইউনূসঃ৬১)

এসম্পর্কে হাদীসের প্রমাণ হচ্ছে জিব্রীল 'আলায়হিস্ সালাম এর এই সুপ্রসিদ্ধ হাদীসঃ-

হযরত 'ওমর বিন খাত্তাব রাযিআল্লাহু আন্হু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ "একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বসেছিলাম এমতাবস্থায় সেখানে মিশমিশে কালকেশ, ধবধবে সাদা পোষাক পরিহিত একজন মানুষ এসে উপস্থিত হলেন। ভ্রমণের কোন নিদর্শনই তার মধ্যে বিদ্যমান ছিলনা, অথচ আমরা কেউ তাকে চিনতে পারিনি। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সম্মুখে হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং হস্তদ্বয় তাঁর উরুদেশে রাখলেন, এরপর বললেন, হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করুন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাহ বললেনঃ

(১) "সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত নেই কোন সত্যিকার মা'বূদ এবং মুহাম্মদ সালাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল।

(২) নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

(৩) যাকাত প্রদান করা্

(৪) রমযানমাসে রোযাব্রত পালন করা এবং

(৫) পথের সম্বল হলে আল্লাহর ঘর (কবা শরীফ) যিয়ারত করা।

আগন্তুক বললেনঃ আপনি ঠিক বলেছেন। তিনি নিজেই জিজ্ঞেস করছেন আবার নিজেই তার সত্যায়ন করছেন। এতে আমরা আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। অতঃপর তিনি বললেনঃ আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। নবী সাল্লাহল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন,ঃ (তা হলো এই যে,) আল্লাহ, ফিরিশতাকুল, কিতাব সমূহ, রাসূলগণ, শেষ দিবস এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এরপর আগন্তুক বললেনঃ আমাকে ইহসান সম্পর্কে সংবাদ দিন। উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ যখন তুমি ইবাদতে লিপ্ত হবে, তখন তুমি, যেন আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখছ একথা মনে মনে চিন্তা করতে হবে, আর যদি এটা সম্ভব না হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে দেখছেন একথা মনে মনে ভাবতে হবে।

অতঃপর আগন্তুক বললেনঃ "আমাকে রোয কিয়ামত সম্বন্ধে অবহিত করুন" নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ-

এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা অধিক জানে না।

এরপর আগন্তুক রোয কিয়ামতের নিদর্শন সমূহ জানতে চাইলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেনঃ

যখন পরিচারিকা স্বীয় প্রভূর জন্ম দেবে, নগ্নদেহ ও নগ্ন পদ বিশিষ্ট ও জীর্ণ শীর্ণ পোষাক পরিহিত ছাগলের রাখালরা সুউচ্চ অট্রালিকায় বসবাস করবে, তখনরোয কিয়ামতের আগমন ঘটবে।

হাদীস বর্ণনাকারী বললেনঃ আগন্তুক পরক্ষণেই প্রস্থান করলেন্ এরপর আমরা কিছুক্ষণ নীরব নিস্তব্ধ থাকলাম। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন উনি হচ্ছেন জিব্রীল 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম, তোমাদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানর্থে তোমাদের কাছে এসেছিলেন।

الأصل الثالث

তৃতীয় মৌল নীতিঃ

সংবাদ বাহক নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহর পুত্র, তাঁর পিতা আবদুল মুত্তালেব, তাঁর পিতা হাশেম। হাশেম কুরায়শ বংশ উদ্ভূত এবং এটি আবর কওম ও গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠী ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পুত্র ইসলাইলের বংশ হতে উদ্ভুত। (আমাদের নবীর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)। তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় জন্ম গ্রহন করেন। তিনি তেষট্টি (৬৩) বছর জীবিত ছিলেন, নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে চল্লিশ বছর এবং "নবী ও রাসূল" হিসেবে তেইশ বছর (অতিবাহিত করেছেন)। সূরা "ইকরা" এবং সূরা মুদ্দাসসির অবতীর্ণ হবার সংগে সংগে তিনি যথা ক্রমে নবূওত ও রিসালাত প্রাপ্ত হয়েছেন। শির্ক থেকে সতর্ক করার জন্যে এবং অদ্বিতীয় আল্লাহর একত্ববাদ

প্রচারের জন্য নিজস্ব সংবাদবাহক হিসেবে আল্লাহ তাঁকে প্রেরন করেন।
এ সম্পর্কে কুরআনী ঘোষণাঃ

يآيها المدثر. قم فأنذر. وربك فكبر. وثيابك فطهر. والرجز فـــاهجر. ولا تمـــننْ تستكثر. ولربك فاصبر.

(সূরা আল- মুদ্দাসসিরঃ ১-৭)

"হে কম্বলে দেহ আবৃতকারী। উঠে দাঁড়াও, সকলকে সতর্ক কর ও নিজ প্রভুর মহিমা ঘোষণা কর। বস্ত্রসমূহ পাক-সাফ রাখ, শির্কের কদর্যতাকে সম্পূর্ণ বর্জন কর, বিনিময় লাভের আশায় ইহসান করো না। আর নিজ প্রভূর(আদেশ পালনে) ধৈর্য ধারণ কর।

قم فأنذر.

উঠে দাঁড়াও ও সতর্ক করঃ এর অর্থ শির্কের বিরুদ্ধে সতর্ক কর এবং তাওহীদের প্রতি আহবান জানাও।

وربك فكبر.

তোমার প্রভূর মহিমা ঘোষণা করঃ এর অর্থ তাওহীদের মাধ্যমে আল্লাহর মাহাত্ম প্রচার কর।

وثيابك فطهر.

তোমার পোষাক পরিচ্ছদ পাক-সাফ রাখঃ
এর অর্থ "আমলসমূহ"কে শির্কের কলুষ কালিমা থেকে পবিত্র রাখ।

والرجز فاهجر.

কদর্যতা বর্জন করঃ
এর অর্থ প্রতিমা পূজা ও প্রতিমা পূজকদের থেকে দূরে বহু দূরে অবস্থান করে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার কর।

তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) বহু বছর ধরে অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রচার কার্য চালাবার পর মি'রাজে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার আদেশ নিয়ে ফিরে আসেন। অতঃপর মক্কা ভূমিতে তিন বছর উক্ত নামায সূচারুরূপে সম্পাদনের পর আল- মদীনায় হিজরত করার আদেশ প্রাপ্ত হন।

হিজরতের অর্থ শির্ক-কলুষিত স্থান পরিত্যাগ করে ইসলামী রাজ্যে গমন করা। এ উম্মতের (উম্মতে মুহাম্মদীয়া) জন্য শির্ক-কলুষিত স্থান থেকে ইসলামী রাজত্বে হিজরত করা ফরয করা হয়েছে। এই হিজরত কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষন্ন ও অব্যাহত থাকবে।
এর সপক্ষে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা নিম্নরূপঃ

إن الذين توفاهم الملائكةُ ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضـــعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهـــنم. وشـــآءت

مصيراً. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلـــة ولا يهتـــدون سبيلاً. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً.

আয়াতের অর্থঃ

"নিশ্চয় যারা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে, তাদের 'জান কবয' করার সময় ফিরিশতাগণ বলবে, কি অবস্থায় তোমরা ছিলে? তারা বলবে, আমরা মাটির পৃথিবীতে ছিলাম অসহায় ও লাচার অবস্থায়। ফিরিশতাকূল বলবেনঃ আল্লাহর দুনিয়া কি এতটা প্রশস্ত ছিলনা যাতে তোমরা হিজরত করতে পারতে? অতএব এরা হচ্ছে সেই সব লোক যাদের শেষ আশ্রয় হবে জাহান্নাম। আর এ হচ্ছে নিকৃষ্টতম আশষ্রয় স্থল। কিন্ত যেসব আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এমনভাবে লাচার ও অসহায় হয়ে পড়ে যে, কোন উপায় উদ্ভাবন করতে তারা সমর্থ হন না। পক্ষান্তরে পথ সম্বন্ধেও তারা কোন সহায় সম্বল খুঁজে পায় না, এদের আল্লাহ ক্ষমার আশ্বাস দিচ্ছেন, বস্ত্ততঃ আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাশীল ও পাপ মোচনকারী" (সূরা আন্-নেসাঃ ৯৭-৯৯)

কুরআনে আরও বলা হয়েছেঃ

يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة فإياى فاعبدون.

আয়াতের অর্থঃ

"হে আমার মুমিন বান্দাগণ! আমার যমীন হচ্ছে প্রশস্ত। অতএব তোমরা একমাত্র আমারই বান্দেগী করতে থাক" (সূরা আল-আনকাবুতঃ ৫৬)

আল বাগাবী রহমাতুল্লাহি 'আলায়হি বলেনঃ

"এ আয়াত অবতীর্ণ হবার কারণ এই যে, যে সমস্ত মুসলমান হিজরত না করে মক্কায় রয়েছে, আল্লাহ তাদের বিশ্বাসী বলে আহবান করেছেন।"

হিজরতের সমর্থনে হাদীস হতে প্রমাণঃ

لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشـــمس مـــن مغربها.

"আল্লাহর নবী বলেছেন, তওবা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না আর সূর্য পশ্চিম গগনে উদিত না হওয়া পর্যন্ত তওবার দ্বারও বন্ধ হবে না।"

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম মদীনায় অবস্থান করার পর অন্যান্য আদেশগুলি প্রাপ্ত হন। যথা যাকাত, দান-খায়রাত, রোযাব্রত পালন, কা'বাগৃহ পরিদর্শন, আযান, জিহাদ, ভাল কাজের আদেশ, মন্দ কাজের নিষেধ ইত্যাদি।

হিজরতের পরের দশ বছর তিনি মদীনায় অতিবাহিত করেন। এরপর ইহলোক ত্যাগ করেন। (আল্লাহর রহমত ও শান্তি তাঁর উপর অজস্র ধারায় বর্ষিত হোক!)

তাঁর প্রচারিত ধর্ম রোয কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যামান থাকবে। তিনি তাঁর উম্মতকে যাবতীয় সৎকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করে দিয়েছেন আর যাবতীয় অপকর্ম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন।

সর্বোত্তম যে পথ তিনি দেখিয়ে গেছেন তা হচ্ছে তাওহীদের পথ, আর দেখিয়েছেন সেই পথ যা আল্লাহর নিকট প্রিয় এবং তাঁর পছন্দনীয়। এবং সর্ব নিকৃষ্ট বস্তু যা হতে তিনি সকর্ক করে দিয়েছেন তা' হচ্ছে শির্ক এবং এমন সব কাজ যা আল্লাহ অপছন্দ করেন।

আল্লাহ নবী (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লম)কে এই নিখিল ধরণীর সকল মানুষের নিকট প্রেরণ করেছেন এবং সমস্ত জ্বিন ও ইনসানের পক্ষে তার আনুগত্য অপরিহার্য করে দিয়েছেন।

এর সমর্থনে কুরআরেন ঘোষণাঃ

قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً

আয়াতের অর্থঃ

"বল (হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয় সাল্লাম) হে মানব মন্ডলী। আমি (আল্লাহ কর্তৃক) তোমাদের সকলের জন্য প্রেরিত রাসূল।" (সূরা আল-আ'রাফঃ ১৫৮)

মহান আল্লাহ স্বীয় নবীর মাধ্যমে তাঁর এই ধর্মকে পূর্ণপরিণত করেছেন। এর সমর্থনে পবিত্র কুরআনের আয়াত এইঃ

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً

আয়াতের অর্থঃ

"তোমাদের (কল্যাণের জন্যে) আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম, আমার নে'য়ামতকে তোমাদের প্রতি সুসম্পন্ন করলাম আর ইসলামকে তোমাদের ধর্ম (দ্বীন) হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা আল-মায়েদাঃ ৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের অবধারিত মৃত্যু সম্পকে কুরআনের বজ্র গম্ভীর ঘোষণাঃ

إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

আয়াতের অর্থঃ

"(হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম) তোমার মৃত্যু হবে এবং ওদের কে একদিন মরতে হবে। বস্তুতঃ তোমরা সকলে তোমাদের প্রভূর সন্নিধানে মহাপ্রলয়ের দিনে বাদ বিসম্বাদ করতে থাকবে।" (সূরা আয্-যুমারঃ ৩১-৩২)

আর মানুষ যখন মরবে, তখন তাকে অবশ্যই (কিয়ামতের দিন) পুনরুত্থিত করা হবে।

এ বিষয়ে কুরআনে ভুরি, ভুরি প্রমাণ বিদ্যমান। যেমন বলা হয়েছেঃ

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.

আয়াতের অর্থঃ

"আমি তোমাদের মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছি আর ওর মাধ্যেই তোমাদের প্রত্যাবর্তিত করব এবং তার থেকেই একদিন আবর তোমাদের বের করে আনব।"(সূরা আত্-তাহাঃ ৫৫)

এ প্রসংগে কুরআন হতে আরও দলীল প্রমাণঃ

والله أنبتكم من الأرض نياتاً. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً.

আয়াতের অর্থঃ

"আল্লাহ তোমাদের যমীন হতে উদ্ভুত করেছেন এক বিশেষ প্রণালীতে। এরপর তিনি আবার এতে প্রত্যাবর্তিত করাবেন এবং (এর মধ্য হতে) বের করবেন যথাযথ প্রকারে।" (সূরা আন্-নূহঃ১৭ -১৮)

আর পুনরুত্থানের পর প্রত্যেক (জ্বিন ও ইনসান) এর চুলচেলা হিসেব-নিকেশ নেওয়া হবে এবং তাদের আমল অনুযায়ী পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করা হবে।

এ প্রসংগে পবিত্র কুরআনের ঘোষণাঃ

ولله ما في السموات وما في الأرض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الـــذين أحسنوا بالحسنى.

আয়াতের অর্থঃ

"আর নভোমন্ডল ও ভূমণ্ডলে অবস্থিত সমস্ত কিছুই একমাত্র আল্লাহরই অধিকার ভুক্ত। তিনি দুস্কর্মকারীদের কর্মানুসারে তাদের উপযুক্ত বদলা দিবেন, পক্ষান্তরে পুণ্যফল দিবেন সৎকর্মশীলদের।"(সূরা আন্-নাজমঃ ৩১ আয়াত)

আর যারা পুনরুত্থান দিবসকে অস্বীকার করে, তারা কাফির বা অবিশ্বাসী পবিত্র কুরআন এর প্রমাণ ঃ

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبّؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.

আয়াতের অর্থঃ

"কাফেররা মনে করে যে, তাদের পুনরুত্থিত করা হবে না। (হে রাসূল), তুমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও ঃ হাঁ, আমার প্রভুর শপথ, নিশ্চয় তাদের উত্থিত করা হবে, তখন তোমদের জ্ঞাত করানো হবে, আর আল্লাহর নিকট একাজ অতি সহজ।"(সূরা তাগাবুন ঃ ৭)

আল্লাহ পাক, সমস্ত নবীদের প্রেরণ করেছেন শুভ সংবাদ প্রদানার্থে আর (অকল্যাণ হতে) সতর্ক করার জন্য।

পবিত্র কুরআনে এর প্রমাণ ঃ

رسلاً مبشرين ومنذرين لئلاً يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

আয়াতের অর্থঃ

"এই রাসূলগনকে আমরা প্রেরণ করেছিলাম সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে যেন রাসূলগনের আগমনের পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানবকূলের পক্ষে কৈফিয়ত দেওয়ার মতো কিছুই না থাকে।" (সূরা আন্-নেসাঃ ১৬৫)

রাসূদের মধ্যে হযরত নূহ 'আলায়হিসসালাম প্রথম আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি

ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ এবং তিনি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম) সংবাদবাহক নাবী ও রাসূলদের মধ্যে সীলমোহর স্বরূপ। হযরত নূহ 'আলায়হিস্ সালাম সর্বপ্রথম রাসূল, এর সমর্থনে কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণাঃ

إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبين من بعده

আয়াতের অর্থঃ

"নিশ্চয়ই (হে রাসূল!) আমি ওহী প্রেরণ করেছি তোমার প্রতি যেমন অহী প্রেরণ করেছিলাম হযরত নূহ 'আলায়হিস্সালামের প্রতি ও তাঁর পরবর্তী নবীগণের প্রতি"। (সূরা নেসাঃ ১৬৩)

নূহ 'আলায়হিস্সালাম হতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত প্রতিটি জাতির নিকট সংবাদবাহক প্রেরণ করা হয়েছিল' যাতে করে তারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাগুতের পূজা থেকে বিরত থাকে।

ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت

আয়াতের অর্থঃ

"প্রত্যেক উম্মতের নিকট আমি এক একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যেন তোমরা সকলে আল্লাহর ইবাদত করতে থাক ও সকল প্রকার তাগুতের পূজাঁ থেকে বেঁচে থাক।"(সূরা আন্-নাহাল ৩৬)

আল্লাহ পাক সমস্ত মানুষকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাগুতকে (প্রতিমা পূজাসহ গায়রুল্লাহর পূজা ও আনুগত্য বরণ) অস্বীকার করার আদেশ প্রদান করেছেন।

প্রখ্যাত মনীষী ইবনুল কাইয়েম রহমাতুল্লাহি 'আলায়হি বলেছেনঃ"তাগুত" শব্দটির অর্থ হলঃ সীমালঙ্ঘনকারী ব্যক্তি।

এই ব্যক্তিটি উপাস্য ব্যক্তি হতে পারে আবার উপাসনাকারীও হতে পারে, অনুগত ব্যক্তিও হতে পারে আবার যার আনুগত্য করা হয় সেই ব্যক্তিও হতে পারে।

'তাগুত অনেক প্রকারের রয়েছে।

এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে পাঁচটিঃ

যথাঃ-

(১) শয়তান (তার উপর আল্লাহর অভিশাপ নিপতিত হোক)।

(২) যার উপাসনা করা হয় এবং সে উক্ত উপাসনায় পুরোপুরি সম্মত থাকে।

(৩) যে ব্যক্তি নিজের উপাসনার জন্যে মানুষকে আহ্বান জানায়।

(৪) যে ব্যক্তি অদৃশ্য বা ভবিষ্যৎ জ্ঞান আছে বলে দাবী করে।

(৫) যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনে যার কোন প্রমাণ বা সমর্থন মেলেনা এমন সব আইন-কানূন দ্বারা শাসনকার্য্য পুরিচালনা করে।

পবিত্র কুরআন এর প্রমাণ সাক্ষ্যঃ

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقـــد

استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.

(সূরা আল-বাকারাঃ ২৫৬)

"ইসলাম ধর্ম বা দ্বীনের মধ্যে কোন প্রকারের জবরদস্তী বা বল প্রয়োগ নেই, নিশ্চয় হেদায়াত বিভ্রান্তি পরস্পর হতে স্পষ্টরূপে পৃথক হয়ে গেছে। তাই যে ব্যক্তি সমস্ত "তাগুতকে" অমান্য করল এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনল, নিশ্চয় সে এমন একটি সুদৃঢ় বন্ধন বা অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরল যা কোনদিন ছিন্ন হবার নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজ্ঞাতা।

এটাই হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ তাৎপর্য।

আর হাদীরস রয়েছেঃ

رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله

"সব শীর্ষ হচ্ছে ইসলাম এবং ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে নামায, আর এর উচ্চুর শৃংগ হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ (ধর্মযুদ্ধ)। আর আল্লাহই হচ্ছেন প্রত্যেক ব্যাপারে সর্বজ্ঞাতা।

(الحمد لله بنعمته تتم الصالحات)

সমাপ্ত